REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄৹ এক আনা।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵৹ আনা, ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা, এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄৹ এক আনা হিসাবে। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়। যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার ও বিনিময় সংবাদপত্রাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হইবে

শ্রীবিনয় কুমার পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ছাদের জন্য

লোহার কড়ি

বরগা, এঙ্গেল, করগেট, বল্টু ইত্যাদি উচিত মূল্যে বিক্রয় করি।

সস্তর দরের জন্য পত্র লিখুন।

নিরঞ্জন এণ্ড কোং লিঃ

ম্যানেজিং ডিরেক্টার :—
শ্রীমহিমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।
২নং দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২৭শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৬শে চৈত্র বুধবার ১৩৪৭ ইংরাজী 9th April 1941 | ৪৪শ সংখ্যা।

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৪৫ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধি-ধারী ডাক্তারগণ কর্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠ-পোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি ; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, কাপ্তেন এস, এন, চৌধুরী আই-এম-এস, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, ডাঃ পুষৎ এম-ডি ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড

ইহাতে জীবন-বীমা করিয়া সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করুন।

—আর্থিক পরিচয়—

(মে হইতে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

নূতন বীমা	...	২ কোটি ১০ লক্ষের উপর
মোট চলতি বীমা	...	১১ „ টাকার „
মোট সংস্থান	...	৩ „ ৫৬ লক্ষের „
বীমা তহবিল	...	৩ „ ১০ „ „
দাবী শোধ (১৯০৭-৩৯)	...	১ „ ৯১ „ „
প্রিমিয়াম আয়	...	প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা

—বোনাস—

প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে

মেয়াদী বীমায় ১৮৲ আজীবন বীমায় ১৫৲

হেড আফিস—হিন্দুস্থান বিল্‌ডিংস, কলিকাতা

ব্রাঞ্চ—বোম্বে, মান্দ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্মৌ, পাটনা, নাগপুর ও ঢাকা।

এজেন্সি :—ভারতের সর্ব্বত্র, বর্ম্মা, সিলোন, মালয়া, ব্রিঃ ইষ্ট আফ্রিকা।

স্যাণ্ডো

স্বর্ণঘটিত সালসা—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

আজকাল স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে অল্পবিস্তর সকলেই কষ্ট পাইতেছেন—তার উপর এখন কর্ম্মযুগ আসিতেছে, এ সময়ে আমরা সকলকেই স্যাণ্ডো সেবন করিতে বলি। পারা, গরমী প্রভৃতি রক্ত দোষও স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয় ; দেহ সতেজ হয় ; রক্ত বৃদ্ধি হয়, দেহে নূতন জীবন, নূতন যৌবন সঞ্চার হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, অর্শ, কাউর, বাত, আমবাত, সর্দ্দি, কাশ সমস্তই স্যাণ্ডো সেবনে নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতুর গোলযোগ, বাধক, দীর্ঘকালব্যাপী ঋতু, ঋতুকালীন জ্বালা ও ব্যথা সমস্ত উপসর্গে স্যাণ্ডো যাদুমন্ত্রের ন্যায় কার্য্য করে।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৹

ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

মহা সমর! মহা সমর!!

এই দুর্দ্দিনে দেশের অর্থ দেশে রাখুন। এবং দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন। ভারতে উৎপন্ন তামাকে হাতে তৈয়ারী ভারত বিখ্যাত

মোহিনী বিড়ি

যাহা মোহিনী বিড়ি, মোহিনী ২৪১ বা ২৪১ নং বিড়ি বলিয়া পরিচিত, সেবন করুন। ধূমপানে পূর্ণ আমোদ পাইবেন। আমাদের প্রস্তুত বিড়ি, বিশুদ্ধতার গ্যারাণ্টি দিয়া বিক্রয় করা হয়। পাইকারী দরের জন্য লিখুন।

একমাত্র প্রস্তুতকারক ও স্বত্বাধিকারী

মুলজী সিক্কা এণ্ড কোং

হেড অফিস—৫১, এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাখাসমূহ :—১৭০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা, সরায়গঞ্জ, মজঃফরপুর বি-এন-ডবলিউ-আর।

ফ্যাক্টরী—মোহিনী বিড়ি ওয়ার্কস, গোণ্ডিয়া (সি, পি) বি-এন-আর।

আমাদের নিকট বিড়ি প্রস্তুতের বিশুদ্ধ তামাক ও পাতা খুচরায়ও পাইকারী হিসাবে পাওয়া যায়।

দরের জন্য পত্র লিখুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৬শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৪৭ সাল

পানীয় জল

চারিদিক হইতে পানীয় জলের হাহাকার উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের লোকে চেষ্টা করিয়াও ভাল পানীয় জল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছে না। জেলা বোর্ডের নির্ম্মিত নলকূপগুলির অধিকাংশই খারাপ হইয়া গিয়াছে। গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর পানীয় জলের ভীষণ কষ্ট হইতেছে। মাঠের প্রায় সকল পুকুরই শুকাইয়া গিয়াছে। অচিরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে।

অগ্নিকাণ্ড

কয়েক দিবস পূর্ব্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জরুর গ্রামে আগুন লাগিয়া ২।৩টী সম্ভ্রান্ত পরিবারের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

উক্ত থানার অন্তর্গত নওদা গ্রামের মুসলমানপাড়ায় আগুন লাগিয়া অনেকগুলি ঘর ও আসবাবপত্র পুড়িয়া গিয়াছে।

উক্ত থানার অধীন পাইকরা গ্রামে আগুন লাগার ফলে ৪০।৫০টি মুসলমান গৃহস্থের ঘর, ফসল ও জিনিষপত্র পুড়িয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

এক টাকার নোট ও রাণী-মার্কা টাকা

ভারত-সরকারের নূতন ঘোষণা

খণ্ডিত অথবা ছিন্ন এক টাকার নোট বদল করার প্রচলিত নিয়মে জনসাধারণের অসুবিধা হয় বলিয়া যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা দূর করার জন্য সমস্ত ট্রেজারী অফিসার ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চসমূহকে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, সামান্যরূপ ছিন্ন হইলে অথবা জাল বলিয়া সন্দেহ না হইলে ঐ সকল নোট পূর্ণমূল্যে গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল নোটের অর্দ্ধেকের বেশী অংশ ঠিক থাকিবে তাহাও ফেরৎ লইতে হইবে। কিন্তু যে সকল খণ্ডিত, পরিবর্ত্তিত অথবা ক্ষয়প্রাপ্ত নোটের অক্ষরগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা যাইবে না, তাহার বদলের জন্য প্রচলিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চের পর ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকার প্রচলন বন্ধ হইয়া গেলেও ইহার পর হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা সমস্ত সরকারী ট্রেজারীতে সরকারী প্রাপ্য অর্থ অথবা অন্যান্য কারণে গ্রহণ করা হইবে এবং ইহার বদলে প্রচলিত মুদ্রা প্রদান করা হইবে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত পোষ্ট অফিসেই ইহা প্রাপ্য অর্থের পরিবর্ত্তে গ্রহণ করা হইবে।

সরকার-পরিচালিত রেলওয়ে লাইনের ষ্টেশনসমূহেও গাড়ীভাড়ার পরিবর্ত্তে ভিক্টোরিয়া মার্কা টাকা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বরের পর অন্য কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত না হইলে বোম্বাই ও কলিকাতাস্থ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস ব্যতীত ইহা অন্য কোন স্থানে গ্রহণ করা হইবে না।

৯০ বৎসর বয়সে মোক্তারী পাশ

শ্রীহট্ট কেন্দ্র হইতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক নব্বই বৎসর বয়সে মোক্তারী পরীক্ষায় পাশ করিয়া ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের চূড়ান্ত রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। ষোলবার পরীক্ষা দিবার পর ভদ্রলোক এইবার সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল

গত ২৬শে মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্ণে বাঙ্গালার গবরণরের পত্নী লেডি মেরি হার্ব্বার্ট যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের "খগেন্দ্রনাথ ও প্রমীলাসুন্দরী মিত্র" ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল, সি-আই-ইর পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা মল্লিকের দানে এই ওয়ার্ডটি নির্ম্মিত হইয়াছে এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার স্বর্গগত পিতামাতার স্মৃতি রক্ষাকল্পে "খগেন্দ্রনাথ ও প্রমীলাসুন্দরী মিত্র" ওয়ার্ড নাম রাখা হইয়াছে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ

যুদ্ধ মাত্রেই নিষ্ঠুরতা। কিন্তু এই পৃথিবীতে, দুর্ভাগ্যক্রমে, মানুষ এমন এক একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় যখন যুদ্ধ ভিন্ন তার বাঁচবার আর কোনও উপায় থাকে না। এই যুদ্ধ কার্য্যতঃ আমরা সব সময়েই করছি। ব্যাধি মানুষের শত্রু—মানুষ ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিদিন যুদ্ধ করছে। যা কিছু মানুষের পক্ষে অশুভ, অকল্যাণকর, তারই বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান। এই অভিযান চলছে আদিম যুগ থেকে।

মানুষ চিরকালই সুখে এবং শান্তিতে বাস করতে চায়। এবিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতিই একমত। কিন্তু সুখে এবং শান্তিতে বাস করার ধারণা এক এক জাতির এক এক রকম। জার্মানি মনে করে গায়ের জোরে অন্য জাতিকে পদানত করতে পারলে সেই পদানত জাতি ভবিষ্যতে আর কোনও দিন অশান্তির সৃষ্টি করতে পারবে না। তা ছাড়া তাদের দেশীয় সম্পদ যদি সম্পূর্ণ শোষণ ক'রে জার্মানির মধ্যে বিতরণ করা যায় তা হ'লে জার্মানিতেও ভবিষ্যতে আর কোনও অশান্তি থাকবে না। একটা জাতি প্রবলের অত্যাচারে ভয়ে শান্ত হ'য়ে থাকবে—আর একটা জাতি লুণ্ঠিত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য এবং অতিভোগে শান্ত হ'য়ে থাকবে। সুখ এবং শান্তিতে থাকার এইটেই হচ্ছে জার্মান পরিকল্পনা। এর একটা কথাও বাড়িয়ে বলা নয়—কারণ এই কথাই জার্মান নায়ক হিট্‌লার আরও স্পষ্ট ভাষায় বহুদিন ধ'রে বলে আসছেন। হিট্‌লার যে ভাষায় ব'লছেন তার চেয়ে বেশী স্পষ্ট ভাষায় আর কেউ তা বলতে পারবে না। কিন্তু তিনি যে শুধু ব'লেই খালাস হয়েছেন তা নয়—তিনি একের পর এক দুর্বল জাতিকে পদানত ক'রে কার্য্যত সেই কথার প্রমাণ করে আসছেন। আজ অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে মহা শান্তি বিরাজ করছে! এদের লুণ্ঠিত জিনিষে জার্মানদের মধ্যেও হয়তো শান্তির প্রাচুর্য্য ঘটেছে। শান্তিস্থাপনের এমন রীতির সঙ্গে মাত্র আর একটি দলের রীতির তুলনা করা যায়। সে হচ্ছে ব্যাধি উৎপাদক জীবাণু দলের রীতি। তারা দল ধ'রে মানবদেহকে আক্রমণ করে। তারাও জার্মানির মতোই 'লেবেনস্রাউম' বা বেঁচে থাকবার জন্য জায়গা চায়। বংশ বংশ ধরে তারা মানবদেহের 'লেবেন-স্রাউম'-এ বাস ক'রে সেই দেহকে শান্ত করে। অশান্ত হৃৎপিণ্ডের আস্ফালন যায় থেমে—দেহের রাজ্যে স্থাপিত হয় মহা শান্তি। হিট্‌লারি দল ঠিক এদের মতোই মানুষের জাতি-দেহকে আক্রমণ করে বসেছে। ব্রিটেনের সংগ্রাম এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে!

কিন্তু যদিও ব্রিটেন এই প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতার বিরুদ্ধে একা সংগ্রাম করছে, তবু এই সংগ্রামকে একমাত্র ব্রিটেনের সংগ্রাম বল্‌লে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। মানুষের বা জাতির স্বাধীনতা যাদের কাম্য, এই বিশ্বব্যাপী পরাধীনতার শৃঙ্খল-রচয়িতার বিরুদ্ধে তাদেরই বিরোধ। যেসব জাতি—যেমন আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকলে আপাতত সুখে থাকতে পারত তারা সবাই জার্মানির এই সর্ব্বগ্রাসী লোলুপতায় আতঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে। ব্রিটেন জোর ক'রে কাউকে বলেনি তোমরা জার্মানির ধ্বংস কামনা কর। তারা নিজের গরজেই হিট্‌লারের এই অন্যায় শক্তির ধ্বংসকামনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। হিট্‌লাররূপ দানবশক্তির বিরুদ্ধে ব্রিটেন হচ্ছে অগ্রগামী সৈনিক।

"তোমার পাড়ায় মহামারী দেখা দিয়েছে তাতে আমার কি?"—এই মনোভাব অজ্ঞের মনোভাব। মহামারী ভৌগলিক সীমা মান্য ক'রে চলে না। তার বিস্তাররীতি সম্পূর্ণ অন্ধ। তাই পৃথিবীর অভিজ্ঞ জাতিমাত্রেই আজ ভীত ত্রস্ত হ'য়ে মানবজাতির শত্রু নিপাত উদ্দেশ্যে পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। অতীতকাল হ'তে আজ পর্য্যন্ত মানুষ যা কিছু গড়ে তুলেছে—দুঃখ দিয়ে, আনন্দ দিয়ে, স্নেহ প্রেম ভালবাসা দিয়ে, তা আজ এক বিরাট পশুশক্তির নিষ্পেষণে ধ্বংস হ'তে চলেছে। কারণ পশুশক্তির কোনও বিবেচনা বা বিচার বুদ্ধি থাকে না—থাকে শুধু সহজাত সংস্কার—আত্মপরিপুষ্টির সংস্কার! এ শক্তি জেগে উঠলে হঠাৎ তার অমানুষিক লোভজনিত আস্ফালনে সাময়িকভাবে সে জয়লাভ করে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে সমূলে ধ্বংস হয়। তার নিজের ধ্বংসের বীজ তার নিজের মধ্যেই নিহিত থাকে। কিন্তু তার শক্তির মহিমা প্রকাশের সুযোগ দিয়ে তার স্বাভাবিক ধ্বংসের পরিণতি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা চলে না। কারণ তার মারণশক্তি অতি প্রচণ্ড—অল্প সময়ের মধ্যে সে পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে।

অতএব আজ আমরা যদি সকলে সমবেতভাবে হিট্‌লারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করি তাহ'লে তার পরিণতি আমাদের পক্ষে হবে অতি ভয়ঙ্কর। ভারতবর্ষও তার হাত থেকে নিস্তার পাবে না। হিট্‌লারের জয়ের অর্থ হ'বে আমাদের সকল দিকের বিনাশ। তার দূত প্রায় ঘরের কাছে এসেছে। যদি আমরা ভারতবর্ষকে কোনোদিন ভালবেসে থাকি—যদি আমরা কোনোদিন আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি, আমাদের গৃহজীবন, পরিবার জীবন, এবং সমাজ জীবনকে ভালবেসে থাকি তবে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়। আমাদের দেশপ্রেমের চরম পরীক্ষা সম্মুখে—এ পরীক্ষায় আমরা কি বিফল হ'য়ে পশুশক্তির প্রবল নৃত্যের জন্যে আমাদের সর্ব্বস্ব তার পায়ের নীচে পেতে দেব? দেশকে যদি সত্যই ভালবেসে থাকি—আমার প্রিয়জনকে যদি ভালবেসে থাকি, তা হ'লে এই হীনতা আমরা মানবে না।

(২)

ব্রিটেনও এই দেশপ্রেমের জন্যই অস্ত্রধারণ করছে। দেশকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে সেখানে যে আয়োজন করা হয়েছে তা ব্রিটেনের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নূতন। ব্রিটেনের প্রতি ইঞ্চি জায়গা এখন সুরক্ষিত। জলে স্থলে আকাশে ব্রিটেনের ২০ লক্ষ দেশরক্ষী সৈন্য এবং বহু সহস্র নাবিক এবং বৈমানিক সদাজাগ্রত চোখে শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌবহর সমুদ্র পথ ঘিরে রেখেছে। এ সমস্ত ধ্বংস ক'রে জার্মান-বাহিনীর পক্ষে ব্রিটেন অভিযান প্রায় অসম্ভব। হয় তো বহু ক্ষতি সহ্য করেও হিট্‌লার একবার সে চেষ্টা করে দেখবেন। কিন্তু হিট্‌লারের হাতে ব্রিটেন হার মানবে না এই তার দৃঢ় পণ। ব্রিটেনের প্রত্যেকটি লোক, নরনারী বালক বৃদ্ধ—সবাই একযোগে এক উদ্দেশ্যে জার্মানির উদ্দেশ্য ব্যর্থ করবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সন্দেহ কিছুমাত্র থাকলে ব্রিটেন বহুদিন আগেই যুদ্ধ থামিয়ে দিত—যেমন থামিয়ে দিয়েচে ফ্রান্স। জার্মানিকে হার মানাতে ব্রিটেনের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে তার জন্যে সে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কারণ সে জানে জার্মানির কাছে হার মানলে তাদের কিছুই থাকবে না। যে সব দেশ হার মেনেছে তাদের অবস্থা এখন পশুর চেয়েও শোচনীয়।—তাদের

নিজস্ব বল্‌তে এখন কিছুই নাই। জার্ম্মান-অধিকৃত দেশের যে কি ভয়ঙ্কর দুরবস্থা তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কারো কল্পনা করা কঠিন। নৃশংস ডাকাত দলের হাতে পড়লে গৃহস্থের যে দুর্দ্দশা হয় সেই দুর্দ্দশা হয়েছে সেখানকার প্রত্যেক গৃহস্থের। সাধারণ ডাকাত দলেরও কিছু করুণা হয়তো থাকে—কারণ তাঁদের অত্যাচার হয় সাময়িক—যা করবার একবারেই শেষ করে। কিন্তু উন্নততর জাতির দম্ভপূর্ণ নাম নিয়ে নৃশংস অত্যাচারের অবাধ-স্বাধীনতা-ভোগী হিট্‌লারের দল দিনের পর দিন অধীন-জাতির উপর যে পাশবিকতা চালাচ্ছে তার মধ্যে লেশমাত্র করুণা নাই। যে লোকটি দুর্ভাগ্যক্রমে জার্ম্মান নয় তার জীবনের মূল্য জার্ম্মানির কাছে কিছুই নয়।

এই বর্ব্বরতার ধ্বংস-যজ্ঞে ব্রিটেন তার শ্রেষ্ঠ দান এনেছে। পৃথিবীবাসী ব্যক্তিস্বাধীনতাপ্রিয় জাতিমাত্রেই এসেছে তার সঙ্গে তার যথাসাধ্য নিয়ে। যুদ্ধের আরম্ভে ব্রিটেন প্রস্তুত ছিল না, পশুশক্তি যে এমন বীভৎসরূপে জেগে উঠতে পারে সে আশঙ্কা ব্রিটেন করতেই পারেনি কিন্তু নির্ম্মম আঘাতে ব্রিটেনের ঘুম ভেঙেছে—পাশবিক শক্তিকে ধ্বংস করবার জন্যে সমস্ত শক্তি নিয়ে সে জেগে উঠেছে।—আমরাও যেন সেই অগ্রগামী বীর জাতিকে অনুসরণ করি, অশুভ শক্তি বিনাশে আর যেন আমরা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করি।—বিলম্ব করলে আমাদের যা কিছু আছে সব হারাব।

নীলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৩ই মে ১৯৪১

৭৯৯ থাং ডিঃ সেবাইত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেং মহেন্দ্রনাথ রায় দিং দাবি ১৯॥৶৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামপুরা ৯৫ শতকের কাত ৩॥০ আঃ ১০৲ থং ২৬৪

১৫৩ থাং ডিঃ দোলগোবিন্দ দাস দেং ভানু মণ্ডল দিং দাবি ৩৬৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে সাহাজাদপুর ৭৫ শতকের কাত ৫॥৶২ পাই আঃ ৩০৲ থং ১৪৭

১০৫ থাং ডিঃ নীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দিং দেং মেজাদ সেখ দিং দাবি ২২॥৴০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাড়ালা ৫৮ শতকের কাত ৪৲ আঃ ১০৲ থং ৫৩২

১২৩ থাং ডিঃ অধরচন্দ্র মণ্ডল দেং এসমাইল সেখ দিং দাবি ১৩৻৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ২১ শতকের কাত ১৻৩ আঃ ১০৲ থং ২৭

১৫৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মতি মণ্ডল দিং দাবি ১১॥/৯ মৌজাদি ঐ ৩৯ শতকের কাত ১৻১২ আঃ ১০৲ থং ২২২

১৫৬ থাং ডিঃ ঐ দেং তারাফৎ সেখ দিং দাবি ৫৬৻৴৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বহড়া ১-৯৮ শতকের কাত ৭॥/১৫৻০ আঃ ৫০৲ থং ২৩০

১৫৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আব্বাস আলি বিশ্বাস দিং দাবি ১৩।৴৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দিয়ার বহড়া ৫৫ শতকের কাত ১॥৶০ আঃ ১০৲ থং ৬০৭

১৬১ থাং ডিঃ ব্রজনাথ রায় কমন ম্যানেজার দেং শিব প্রসাদ সাহা নাবালকের অলি পিতামহী প্রসন্নময়ী দাস্যা দাবি ৫৬॥৴৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ৩-১৯ শতকের কাত ১০৴৬ আঃ ৫০৲ থং ৬৫২

১৫০ থাং ডিঃ পার্ব্বতীচরণ রায় দেং মেসেরালী সেখ দাবি ৮।০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কিসমত দিঘীর পাহাড় ৬ শতকের কাত ॥৶৫ আঃ ৫৲ থং ৬৯

১৫১ থাং ডিঃ ঐ দেং ছরিকুল সেখ দিং দাবি ৮।/৯ মৌজাদি ঐ ২৮ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ থং ৫২

৪৫ থাং ডিঃ সেবাইত কুমারকৃষ্ণ ঘোষ দেং থরিয়তুল্লা সেখ দাবি ১৮॥৶৩ থানা সুতী মৌজে বহুতালী ৩৮ শতকের কাত ১॥০ আঃ ১০৲ থং ১২৪০ রায়ত স্থিতিবান

৭৪১ থাং ডিঃ ঐ দেং শ্রীপতি মাঝি দিং দাবি ১৮৶৩ থানা সুতী মৌজে উমরাপুর ৫ শতকের কাত ১৻৫ আঃ ৮৲ থং ৫৬৩, ৫৬৪ দখলকার স্বত্ব

৮৫৪ থাং ডিঃ সৈয়দ কাওসার আলি দেং আসমতুল্লা মোল্লা দাবি ১২৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গোঁসাইপুর ১৯ শতকের কাত ১৲ আঃ ৩৲ থং ২১৪

৮৬১ থাং ডিঃ ভজহরি নাথ দিং দেং সুরতন্নেসা বিবি দিং দাবি ২৫।৶০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে উমরপুর ১-৩৫ শতকের কাত ৪৶৫ আঃ ৪৲ থং ২১৩

১২০ থাং ডিঃ ভোরীলাল বয়েদ দিং দেং মথুরানাথ দাস দাবি ৬৪॥৶৩ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাজিন ৬-৮৭ শতকের কাত ১৩॥৬ আঃ ৩৫৲ থং ৩৪৫

১১৮ থাং ডিঃ লুটবিহারী দত্ত দিং দেং দুলুপদ দাস দিং দাবি ১৯/৯ থানা সুতী মৌজে সাদিকপুর ২-২৯। শতকের কাত ৫৶৭॥০ আঃ ১০৲ থং ১০৬ স্বত্ব রায়ত স্থিতিবান

চৌকী জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ১৪ই মে ১৯৪১।

১২৮ থাং ডিঃ ব্রজনাথ রায় দেং কিরণবালা দাসী দাবি ৫৫॥৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ধলো ২-১০ শতকের কাত ৮৲ আঃ ৪০৲ থং ১০১।৫২

১৬৬ থাং ডিঃ দোলগোবিন্দ দাস দেং ভোরাপদী মণ্ডল দিং দাবি ১৮৻৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নবাব-জাগীর ৩৬ শতকের কাত ৩/৬ পাই আঃ ১৫৲ থং ২২ রায়ত স্থিতিবান

১৯৪৮ থাং ডিঃ শ্রীমতী রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দিং দেং এলাহি বক্স থলিফা দিং দাবি ৩৯৶০ থানা সুতী মৌজে চাঁদনিয়া দারিয়াপুর ৫৫ শতকের কাত ৩৻৶১ আঃ ১০৲ থং ২১৬৩

১৭০ থাং ডিঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী দিং দেং ধনপতি দাস দিং দাবি ৪৪৴৬ থানা সুতী মৌজে বংশবাটি ৩-৪৯ শতকের কাত ৭॥৴৭ আঃ ৪০৲ থং ১২৩, ৬৯৬, ৬৯৭

১৭১ থাং ডিঃ ঐ দেং ওয়ারেশালী সেখ দিং দাবি ২৮॥/৬ মৌজাদি ঐ ১-৯৩ শতকের কাত ৪॥৶১ আঃ ২৫৲ থং ৬৫২.

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্‌সেফী আদালত।
নীলামের দিন ১৫ই মে ১৯৪১

৪১ মর্গেজ ডিঃ বিষ্ণু মণ্ডল দেং রূপলাল মাঝি দিং দাবি ১১৭৶৯ থানা সুতী মৌজে রেঞ্জাপুর ১॥১৻০ কাঠার কাত ৪॥৴৫ তন্মধ্যে ।৻৶০ কাঠার হারাহারি খাজনা ১৻৯ আঃ ৫০৲ থং ১৩ ২ নং লাট থানা সুতী মৌজে জগতাই ৯৬ শতকের কাত ॥৴৪ পাই আঃ ১০৲ থং ২৮৫

২৩ মনি ডিঃ সত্যহরি দাস দেং রমাপ্রসন্ন রায় দিং দাবি ১৯।৶০ থানা সুতী মৌজে বহুতালী ২-৩০ নিষ্কর মধ্যে ১-১৫ শতক নীলাম হইবে আঃ ১৫৲ থং ১০৮৭

১৩৭ মনি ডিঃ বসন্তকুমার ঘোষ দেং কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল দাবি ৬২৻৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে চণ্ডিপুর ৪৩ শতকের কাত ১৶৯ মধ্যে ১৪ শতকের কাত ।৮ আঃ ১৫৲ থং ২১৩ রায়ত স্থিতিবান ২ নং লাট মৌজাদি ঐ ২-৮৪ শতকের কাত ৩।৶০ মধ্যে ১২ শতকের কাত ৶৫ আঃ ১০৲ মোকররী স্বত্ব ৩ নং লাট থানা ঐ মৌজে পুরান চণ্ডীপুর ৮৬ শতকের কাত ।৶০ মধ্যে ২৮ শতকের কাত ৶৩ আঃ ২০৲

৫২ রেহান ডিঃ জোনাব মোল্লা দেং মোবারক সেখ দাবি ৪৯॥৶৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে থানপুর ৩-৯৭ শতকের কাত ১১৻৶০ মধ্যে ৫৬ শতকের কাত ১।৶০ আঃ ৩০৲ থং ১৩৬

চৌকি জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালত
নীলামের দিন ২১শে মে ১৯৪১

১৫৯ থাং ডিঃ খান বাহাদুর মৌঃ মহেশ্বর হোসেন দেং ভজহরি নাথ দিং দাবি ১৮৯।৴৬ থানা সুতী মৌজে ফতেউল্লাপুর, রসুনপুর, জেহেলীনগর, সজনীপাড়া, ঘোড়া-পাখিয়া গাজিন, ফতেপুর ৯-১৫ তিন রকম পত্তনী মহালের জমা ৫১৲ আঃ ১০০৲ থং ৩৫৬, ১৫৯, ৩৬, ১৭৭, ৬৪১, ২৫৯ ২ নং লাট থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কানুপুর, নিস্তা, উমরপুর মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী মোকররী স্বত্ব থং ২৭৮, ১৪, ১৭৭, ৩ নং লাট থানা মুরারই মৌজে পাইকর থং ৪৬৫০

নূতন ঠিকানা

মনিগ্রামের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক
পক্ষাঘাত, বাত, উন্মাদ, কাস, শ্বাস, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, ব্লাডপ্রেসার, বেরিবেরি—প্রভৃতি পীড়ার
চিকিৎসায় পারদর্শী

কবিরাজ—
শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী বিশ্বাস কবিরত্ন,
এম-বি-সি-এ, (গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
মনিগ্রাম বাসন্তীতলা
পোঃ মনিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ)

শিক্ষক মহাশয়গণের নিকট নিবেদন

আমরা ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট কাগজে স্কুলের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার হাজিরা বহি, ভর্ত্তি বহি, ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, বেতন আদায়ের রসিদ বহি প্রভৃতি মজুত রাখিয়াছি। দরকার হইলে আমাদের নিকট হইতে লইবেন। খাতাগুলি ভালভাবে বাইণ্ডিং করা।

বাংলা ভাষায় (প্রাইমারী স্কুলের জন্য)

হাজিরা বহি (২০ পাতার)	।৶০
" ৪০ "	॥০
ভর্ত্তি বহি	।৶০
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (২০ পাতার)	।/০
রসিদ বহি (১০০ পাতার)	।১০

For M. E. & H. E. SCHOOLS.

Students' Attendance Register with Fee realisation (25 pages)	-/11/-
Teachers' Attedance (25 pages)	-/11/-
First Admission Form (100 sheets)	1/4/-
Transfer Certificate (100 sheets) (Triplicate.)	2/12/-
Receipt Book (for fee collection) (100 pages in each Book)	-/4/-
Letter Heading ½ Foolscap size 100	-/12/-
Do. ¼ Foolscap 100	-/9/-

ফরম সাপ্লাই এজেন্সী
পণ্ডিত প্রেস
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

ব্যানার্জ্জি হোমিও হল

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ এম, ই, স্কুলের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সস্তায় রবার ষ্ট্যাম্প

সকল প্রকার রবার ষ্ট্যাম্প এক সপ্তাহ মধ্যে সরবরাহ করা হয়। সমস্ত ষ্ট্যাম্পই কলিকাতায় প্রস্তুত এবং কলিকাতার অন্যান্য কারখানা অপেক্ষা জিনিষ ভাল অথচ দামে সস্তা। রবারের পকেট প্রেস, ডেটিং ষ্ট্যাম্প, সেল্‌-ইঙ্কিং প্যাড ও কালী সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

প্রাপ্তিস্থান—"পণ্ডিত-প্রেস"
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বিনামূল্যে হাঁপানীর ঔষধ

নিম্ন ঠিকানায় ৺মনোহর দাস বাবাজী সাধু প্রদত্ত হাঁপানীর ঔষধ জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এই ঔষধ মাত্র একবার সেবন করিতে হয়। ঠিকানা ও পাঁচ পয়সার ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইলে মফঃস্বলে ডাকযোগে ঔষধ প্রেরিত হয়।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দাস
শ্রীযুক্ত রায় মহেন্দ্রনাথ দাস বাহাদুরের বাড়ী
জগতাই, পোঃ নিমতিতা, (মুর্শিদাবাদ)

ব্রজশশী

আয়ুর্ব্বেদ ভবন

যথাসম্ভব সুলভে বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

(স্থাপিত সন ১৩৩২ সাল)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন

প্রধান ঔষধালয় :— রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ।

শাখা ঔষধালয় :— জঙ্গীপুর (বাবুবাজার

আয়ুর্ব্বেদীয় সকল রকম আসব, অরিষ্ট, মোদক, বটী, তৈল, ঘৃত, চূর্ণ ও [illegible] সর্ব্বদা প্রচুর মজুত থাকে। মফঃস্বলের চিকিৎসকগণকে উপযুক্ত কমিশন দে[illegible]

পণ্ডিত প্রেস

রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

উচ্চশ্রেণীর ছাপার জন্য বিখ্যাত

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

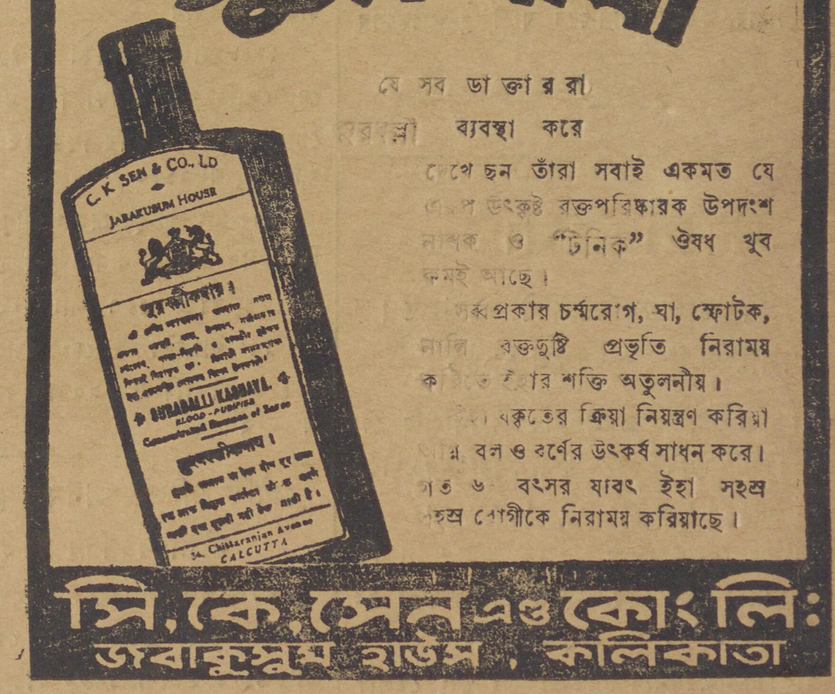

বেঙ্গল হোমিও কেমিকেল ওয়ার্কস

মহাত্মা আনন্দ ঋষির আয়ুর্ব্বেদিক [illegible] ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে

ডাক্তার বি, রায়কে পত্র লিখিয়া জানুন।

সার্জ্জারী জগতে যুগান্তর।

ডাক্তার আনন্দ ঋষির আবিষ্কৃত একমাত্র অপেরীণ ইহা ব্যবহারে লক্ষ লক্ষ রোগী [illegible] বড়ালী, টুনকা, মুখের ব্রণ পৃ[illegible] স্তন, শীতলী কর্ণমূল [illegible] যন্ত্রণা প্র[illegible] রোগ [illegible] বিনা অস্ত্রে ও বিনা যন্ত্রণায় মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আরোগ্য হয়

মুল্য বড় শিশি ১৲, মাশুল সমেত ১।৵০

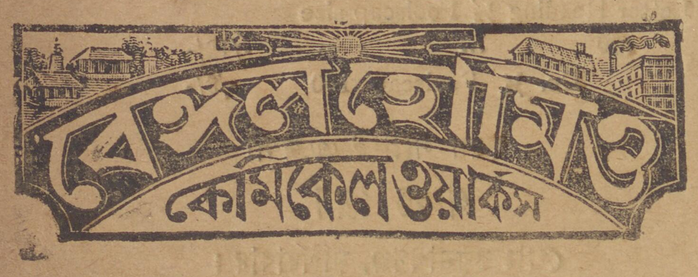

।৵০ আনার টিকেট পাঠাইলে স্যাম্পেল শিশি পাইবেন।

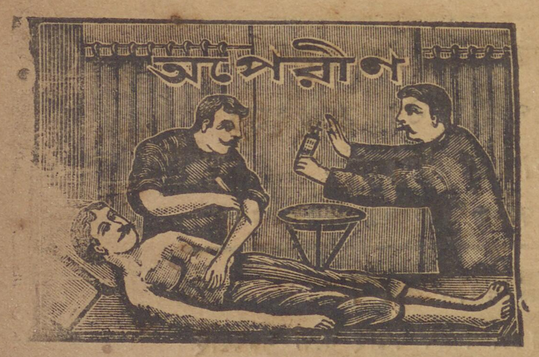

মৃতের জীবন :—ভাইট্যালী—{ বহুবিধ রোগনাশক জীবনীশক্তিবর্দ্ধক টনিক।

(ডাক্তার আনন্দ ঋষি মরা মানুষ বাঁচাইতে পারিতেন। তিনি বহু গবেষণার পর জগতের হিতার্থে ভাইট্যালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন।) মানব জীবনের প্রধান উপাদান ভাইট্যাল পাওয়ার বা জীবনীশক্তি; উহার হ্রাস, বৃদ্ধিতে সমস্ত রোগ হয়। উহা ঠিক রাখিতে পারিলেই মানুষ দীর্ঘায়ু ও নীরোগ হইতে পারেন। ... যাঁহারা মেহ, প্রমেহ, ধাতু-দৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, ধ্বজভঙ্গ, ডায়েবিটিস, ডিসপেপসিয়া, অম্ল, অজীর্ণ, শ্বেত ও রক্তপ্রদর, বাধক, স্মরণশক্তির হ্রাস, বাত ও অর্শ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভাইট্যালী পরম বন্ধু। ইহা ভাইট্যাল পাওয়ার (জীবনীশক্তি) বৃদ্ধি করিয়া শীঘ্রই নীরোগ করে। যাঁহারা নানাবিধ ঔষধ খাইয়াও কোন ফল পান নাই তাঁহারা একবার মাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া দেখুন। ।/০ আনার ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ সপ্তাহের ঔষধ পাইবেন।

প্রায় এক মাসের ঔষধ এক শিশির মুল্য ১৲ মাত্র। ডাক মাশুল সমেত ১।৵০

প্রাপ্তিস্থান ডাঃ বি, রায় এণ্ড কোং, কেমিষ্ট

ফতেপুর, পোষ্ট গার্ডেনরীচ, কলিকাতা

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা সুরবল্লী ব্যবস্থা করে দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

[illegible] যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া [illegible] বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে।

গত ৬ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

বিশুদ্ধতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্ব্বেদীয় প্রতিষ্ঠান

ব্রাঞ্চ ও এজেন্সি

পৃথিবীর সর্ব্বত্র

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী

এম-এ, এফ-সি-এস (লণ্ডন), এম-এস-সি (আমেরিকা)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

মকরধ্বজ (বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲ নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক মহৌষধ।

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্যবিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, রক্তহীনতা, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও যাবতীয় রস ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ। ১৬ মাত্রা ২৲ টাকা, ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত